কড়ি ও কোমল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্রী আশুতোষ চৌধুরী কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

৭৮ নং কলেজষ্ট্রীট্, পীপ্‌ল্‌স লাইব্রেরি হইতে

প্রকাশিত।

মূল্য এক টাকা।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

---

৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড।

সন ১২৯৩।

উৎসর্গ।

শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

দাদা মহাশয় শ্রী

কর কমলেষু।

সূচি পত্র।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।

বিষয়।			পৃষ্ঠা।
বাসনার ফাঁদ	...	...	২৪৪
চিরদিন		...	২৪৫
বঙ্গ ভূমির প্রতি		...	২৪৯
বঙ্গবাসীর প্রতি		...	২৫১
আহ্বান গীত		...	২৫৩
শেষ কথা		...	২২০

প্রাণ।

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে,
মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।
এই সূর্য্য করে এই পুষ্পিত কাননে
জীবন্ত হৃদয় মাঝে যদি স্থান পাই!
ধরায় প্রাণের খেলা চির তরঙ্গিত,
বিরহ মিলন কত হাসি অশ্রুময়,—
মানবের সুখে দুঃখে গাঁথিয়া সঙ্গীত
যদি গো রচিতে পারি অমর আলয়!
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যত কাল
তোমাদেরি মাঝখানে লভি যেন ঠাঁই,
তোমরা তুলিবে বলে সকাল বিকাল
নব নব সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই!
হাসি মুখে নিও ফুল, তার পরে হায়
ফেলে দিও ফুল, যদি সে ফুল শুকায়!

কড়ি ও কোমল।

পুরাতন।

হেথা হতে যাও, পুরাতন!
হেথায় নূতন খেলা আরম্ভ হয়েছে!
আবার বাজিছে বাঁশি,
আবার উঠেছে হাসি,
বসন্তের বাতাস বয়েছে।
সুনীল আকাশ পরে
শুভ্র মেঘ থরে থরে
শ্রান্ত যেন রবির আলোকে—
পাখীরা ঝাড়িছে পাখা,
কাঁপিছে তরুর শাখা,
খেলাইছে বালিকা বালকে।

সমুখের সরোবরে
আলো ঝিকিমিকি করে—
ছায়া কাঁপিতেছে থরথর,—
জলের পানেতে চেয়ে
ঘাটে বসে আছে মেয়ে—
শুনিছে পাতার মরমর!
কি জানি কত কি আশে
চলিয়াছে চারি পাশে
কত লোক কত সুখে দুখে!
সবাই ত ভুলে আছে—
কেহ হাসে কেহ নাচে,
—তুমি কেন দাঁড়াও সমুখে!
বাতাস যেতেছে বহি
তুমি কেন রহি রহি
তারি মাঝে ফেল দীর্ঘশ্বাস।
সুদূরে বাজিছে বাঁশি,
তুমি কেন ঢাল' আসি
তারি মাঝে বিলাপ উচ্ছ্বাস।

উঠেছে প্রভাত রবি,
আঁকিছে সোনার ছবি,
তুমি কেন ফেল তাহে ছায়া!
বারেক যে চলে যায়,
তারেত কেহ না চায়,
তবু তার কেন এত মায়া!
তবু কেন সন্ধ্যাকালে
জলদের অন্তরালে
লুকায়ে, ধরার পানে চায়—
নিশীথের অন্ধকারে
পুরাণো ঘরের দ্বারে
কেন এসে পুন ফিরে যায়!
কি দেখিতে আসিয়াছ!
যাহা কিছু ফেলে গেছ
কে তাদের করিবে যতন!
স্মরণের চিহ্ন যত
ছিল পড়ে দিন-কত
ঝ'রে-পড়া পাতার মতন!

আজি বসন্তের বায়
একেকটি করে হায়
উড়ায়ে ফেলিছে প্রতি দিন ;
ধূলিতে মাটিতে রহি
হাসির কিরণে দহি
ক্ষণে ক্ষণে হতেছে মলিন।
ঢাক তবে ঢাক মুখ
নিয়ে যাও সুখ দুখ
চেয়ো না চেয়ো না ফিরে ফিরে।
হেথায় আলয় নাহি ;
অনন্তের পানে চাহি
আঁধারে মিলাও ধীরে ধীরে !

নূতন।

হেথাও ত পশে সূর্য্যকর!
ঘোর ঝটিকার রাতে
দারুণ অশণি পাতে
বিদীরিল যে গিরি-শিখর—
বিশাল পর্ব্বত কেটে,
পাষাণ-হৃদয় ফেটে,
প্রকাশিল যে ঘোর গহ্বর—
প্রভাতে পুলকে ভাসি,
বহিয়া নবীন হাসি,
হেথাও ত পশে সূর্য্যকর!
দুয়ারেতে উঁকি মেরে
ফিরে ত যায় না সে রে,
শিহরি উঠে না আশঙ্কায়,
ভাঙ্গা পাষাণের বুকে
খেলা করে কোন্ সুখে,
হেসে আসে, হেসে চলে যায়!

হের হের, হায়, হায়,
যত প্রতিদিন যায়—
কে গাঁথিয়া দেয় তৃণ জাল!
লতাগুলি লতাইয়া,
বাহুগুলি বিথাইয়া
ঢেকে ফেলে বিদীর্ণ কঙ্কাল।
বজ্রদগ্ধ অতীতের—
নিরাশার অতিথের—
ঘোর স্তব্ধ সমাধি আবাস,—
ফুল এসে, পাতা এসে
কেড়ে নেয় হেসে হেসে,
অন্ধকারে করে পরিহাস!

এরা সব কোথা ছিল!
কেই বা সংবাদ দিল!
গৃহ-হারা আনন্দের দল—
বিশ্বে তিল শূন্য হলে,
অনাহূত আসে চলে,
বাসা বাঁধে করি কোলাহল।

আনে হাসি, আনে গান,
আনেরে নূতন প্রাণ,
সঙ্গে করে আনে রবিকর,
অশোক শিশুর প্রায়
এত হাসে এত গায়
কাঁদিতে দেয় না অবসর।
বিষাদ বিশাল কায়া
ফেলেছে আঁধার ছায়া
তারে এরা করে না ত ভয়,
চারি দিক হতে তারে
ছোট ছোট হাসি মারে,
অবশেষে করে পরাজয়।

এই যে রে মরুস্থল,
দাব-দগ্ধ ধরাতল,
এই খানে ছিল "পুরাতন,"
এক দিন ছিল তার
শ্যামল যৌবন ভার,
ছিল তার দক্ষিণ-পবন।

যদি রে সে চলে গেল,
সঙ্গে যদি নিয়ে গেল
গীত গান হাসি ফুল ফল,
শুষ্ক-স্মৃতি কেন মিছে
রেখে তবে গেল পিছে,
শুষ্ক শাখা শুষ্ক ফুলদল!
সে কি চায় শুষ্ক বনে
গাহিবে বিহঙ্গগণে
আগে তারা গাহিত যেমন?
আগেকার মত ক'রে
স্নেহ তার নাম ধ'রে
উচ্ছসিবে বসন্ত পবন?
নহে নহে, সে কি হয়!
সংসার জীবনময়,
নাহি হেথা মরণের স্থান।
আয়রে, নূতন, আয়,
সঙ্গে করে নিয়ে আয়,
তোর সুখ, তোর হাসি গান।

ফোটা' নব ফুল চয়,
ওঠা' নব কিশলয়,
নবীন বসন্ত আয় নিয়ে।
যে যায় সে চলে যাক্,
সব তার নিয়ে যাক্,
নাম তার যাক্ মুছে দিয়ে।

এ কি ঢেউ-খেলা হায়,
এক আসে, আর যায়,
কাঁদিতে কাঁদিতে আসে হাসি,
বিলাপের শেষ তান
না হইতে অবসান
কোথা হতে বেজে ওঠে বাঁশি!
আয়রে কাঁদিয়া লই,
শুকাবে দু দিন বই
এ পবিত্র অশ্রুবারি ধারা।
সংসারে ফিরিব ভুলি,
ছোট ছোট সুখগুলি
রচি দিবে আনন্দের কারা।

না রে, করিব না শোক,
এসেছে নূতন লোক,
তারে কে করিবে অবহেলা!
সেও চলে যাবে কবে,
গীত গান সাঙ্গ হবে,
ফুরাইবে দুদিনের খেলা।

উপকথা।

মেঘের আড়ালে বেলা কখন্ যে যায়,
বৃষ্টি পড়ে সারাদিন থামিতে না চায়।
আর্দ্র-পাখা পাখীগুলি
গীতগান গেছে ভুলি,
নিস্তব্ধে ভিজিছে তরুলতা।
বসিয়া আঁধার ঘরে
বরষার ঝরঝরে
মনে পড়ে কত উপকথা!
কভু মনে লয় হেন
এ সব কাহিনী যেন
সত্য ছিল নবীন জগতে।
উড়ন্ত মেঘের মত
ঘটনা ঘটিত কত,
সংসার উড়িত মনোরথে।
রাজপুত্র অবহেলে
কোন্ দেশে যেত চলে,
কত নদী কত সিন্ধু পার!

সরোবর ঘাট আলা
মণি হাতে নাগবালা
বসিয়া বাঁধিত কেশ ভার।
সিন্ধুতীরে কতদূরে
কোন্ রাক্ষসের পুরে
ঘুমাইত রাজার ঝিয়ারি।
হাসি তার মণিকণা
কেহ তাহা দেখিত না,
মুকুতা ঢালিত অশ্রুবারি।
সাত ভাই একত্তরে
চাঁপা হয়ে ফুটিত রে
এক বোন ফুটিত পারুল।
সম্ভব কি অসম্ভব
একত্রে আছিল সব
দুটি ভাই সত্য আর ভুল।
বিশ্ব নাহি ছিল বাঁধা
না ছিল কঠিন বাধা
নাহি ছিল বিধির বিধান,

হাসি কান্না লঘুকায়া
শরতের আলো ছায়া
কেবল সে ছুঁয়ে যেত প্রাণ।
আজি ফুরায়েছে বেলা,
জগতের ছেলেখেলা,
গেছে আলো-আঁধারের দিন।
আর ত নাইরে ছুটি,
মেঘ রাজ্য গেছে টুটি,
পদে পদে নিয়ম-অধীন।
মধ্যাহ্নে রবির দাপে
বাহিরে কে রবে তাপে
আলয় গড়িতে সবে চায়।
যবে হায় প্রাণপণ
করে তাহা সমাপন
খেলারই মতন ভেঙ্গে যায়!

যোগিয়া।

বহুদিন পরে আজি মেঘ গেছে চ'লে,
রবির কিরণ সুধা আকাশে উথলে।
স্নিগ্ধ শ্যাম পত্রপুটে
আলোক ঝলকি উঠে,
পুলক নাচিছে গাছে গাছে।
নবীন যৌবন যেন
প্রেমের মিলনে কাঁপে,
আনন্দ বিদ্যুৎ-আলো নাচে।
জুঁই সরোবর তীরে
নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে
ঝরিয়া পড়িতে চায় ভুঁয়ে,
অতি মৃদু হাসি তার ;
বরষার বৃষ্টিধার
গন্ধটুকু নিয়ে গেছে ধুয়ে।
আজিকে আপন প্রাণে
না জানি বা কোন্ থানে
যোগিয়া রাগিণী গায় কেরে !

ধীরে ধীরে সুর তার
মিলাইছে চারি ধার
আচ্ছন্ন করিছে প্রভাতেরে।
গাছপালা চারি ভিতে
সঙ্গীতের মাধুরীতে
মগ্ন হ'য়ে ধরে স্বপ্নছবি!
এ প্রভাত মনে হয়
আরেক প্রভাতময়,
রবি যেন আর কোন রবি!
ভাবিতেছি মনে মনে
কোথা কোন উপবনে
কি ভাবে সে গাইছে না জানি,
চোখে তার অশ্রু রেখা,
একটু দেছে কি দেখা,
ছড়ায়েছে চরণ দুখানি!
তার কি পায়ের কাছে
বাঁশিটি পড়িয়া আছে—
আলো ছায়া পড়েছে কপোলে।

মলিন মালাটি তুলি
ছিঁড়ি ছিঁড়ি পাতাগুলি
ভাসাইছে সরসীর জলে!
বিষাদ কাহিনী তার
সাধ যায় শুনিবার,
কোন্ খানে তাহার ভবন!
তাহার আঁখির কাছে
যার মুখ জেগে আছে
তাহারে বা দেখিতে কেমন।

একিরে আকুল ভাষা!
প্রাণের নিরাশ আশা
পল্লবের মর্ম্মরে মিশালো।
না-জানি কাহারে চায়
তার দেখা নাহি পায়
ম্লান তাই প্রভাতের আলো।
এমন কতনা প্রাতে
চাহিয়া আকাশ পাতে
কত লোক ফেলেছে নিঃশ্বাস,

সে সব প্রভাত গেছে
তা'রা তার সাথে গেছে
লয়ে গেছে হৃদয়-হুতাশ।
এমন কত না আশা
কত ম্লান ভালবাসা
প্রতিদিন পড়িছে ঝরিয়া,
তাদের হৃদয় ব্যথা
তাদের মরণ-গাথা
কে গাইছে একত্র করিয়া।
পরস্পর পরস্পরে
ডাকিতেছে নাম ধরে
কেহ তাহা শুনিতে না পায়।
কাছে আসে বসে পাশে,
তবুও কথা না ভাষে
অশ্রুজলে ফিরে ফিরে যায়।
চায় তবু নাহি পায়
অবশেষে নাহি চায়,
অবশেষে নাহি গায় গান,

ধীরে ধীরে শূন্য হিয়া
বনের ছায়ায় গিয়া
মুছে আসে সজল নয়ান।

শরতের শুকতারা।

একাদশী রজনী
পোহায় ধীরে ধীরে ;—
রাঙা মেঘ দাঁড়ায়
উষারে ঘিরে ঘিরে।
ক্ষীণচাঁদ নভের
আড়ালে যেতে চায়,—
মাঝখানে দাঁড়ায়ে
কিনারা নাহি পায়।
বড় ম্লান হয়েছে
চাঁদের মুখখানি,
আপনাতে আপনি
মিশাবে অনুমানি।
হের দেখ কে ওই
এসেছে তার কাছে,—
শুকতারা চাঁদের
মুখেতে চেয়ে আছে।

মরি মরি কে তুমি
একটুখানি প্রাণ,
কি না-জানি এনেছ
করিতে ওরে দান!
চেয়ে দেখ আকাশে
আর ত কেহ নাই,
তারা যত গিয়েছে
যে যার নিজ ঠাঁই।
সাথীহারা চন্দ্রমা
হেরিছে চারিধার,
শূন্য আহা নিশির
বাসর ঘর তার!
শরতের প্রভাতে
বিমল মুখ নিয়ে
তুমি শুধু রয়েছ
শিয়রে দাঁড়াইয়ে।
ও হয়ত দেখিতে
পেলে না মুখ তোর!

ও হয়ত আপন
স্বপনে আছে ভোর !
ও হয়ত তারার
খেলার গান গায়,
ও হয়ত বিরাগে
উদাসী হতে চায় !
ও কেবল নিশির
হাসির অবশেষ !
ও কেবল অতীত
সুখের স্মৃতিলেশ !
দ্রুতপদে তাহারা
কোথায় চলে গেছে—
সাথে যেতে পারেনি
পিছনে পড়ে আছে !
কত দিন উঠেছ
নিশির শেষাশেষি,
দেখিয়াছ চাঁদেতে
তারাতে মেশামেশি

দুই দণ্ড চাহিয়া
আবার চলে যেতে,
মুখখানি লুকাতে
উষার আঁচলেতে।
পূরবের একান্তে
একটু দিয়ে দেখা,
কি ভাবিয়া তখনি
ফিরিতে একা একা।
আজ তুমি দেখেছ
চাঁদের কেহ নাই,
স্নেহময়ি, আপনি
এসেছ তুমি তাই!
দেহখানি মিলায়
মিলায় বুঝি তার!
হাসিটুকু রহে না
রহে না বুঝি আর!
দুই দণ্ড পরে ত
রবে না কিছু হায়!

কোথা তুমি, কোথায়
　　চাঁদের ক্ষীণকায়!
কোলাহল তুলিয়া
　　গরবে আসে দিন,
দুটি ছোট প্রাণের
　　মিথন হবে লীন।
সুখ শ্রমে মলিন
　　চাঁদের একসনে
নবপ্রেম মিলাবে
　　কাহার রবে মনে!

কাঙালিনী।

আনন্দময়ীর আগমনে,
  আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
  দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!
উৎসবের হাসি-কোলাহল
  শুনিতে পেয়েছে ভোর বেলা,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
  তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
  দেখিবারে আনন্দের খেলা।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
  কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
  দুরাশার সুখের স্বপন;
চারি দিকে প্রভাতের আলো
  নয়নে লেগেছে বড় ভালো,

আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন!
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন!
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে!

কাঙালিনী।

আনন্দময়ীর আগমনে,
  আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে।
হের ওই ধনীর দুয়ারে
  দাঁড়াইয়া কাঙালিনী মেয়ে!
উৎসবের হাসি-কোলাহল
  শুনিতে পেয়েছে ভোর বেলা,
নিরানন্দ গৃহ তেয়াগিয়া
  তাই আজ বাহির হইয়া
আসিয়াছে ধনীর দুয়ারে
  দেখিবারে আনন্দের খেলা।
বাজিতেছে উৎসবের বাঁশী
  কানে তাই পশিতেছে আসি,
ম্লান চোখে তাই ভাসিতেছে
  দুরাশার সুখের স্বপন;
চারি দিকে প্রভাতের আলো
  নয়নে লেগেছে বড় ভালো,

আকাশেতে মেঘের মাঝারে
শরতের কনক তপন!
কত কে যে আসে, কত যায়,
কেহ হাসে, কেহ গান গায়,
কত বরণের বেশ ভূষা—
ঝলকিছে কাঞ্চন-রতন,—
কত পরিজন দাস দাসী,
পুষ্প পাতা কত রাশি রাশি,
চোখের উপরে পড়িতেছে
মরীচিকা-ছবির মতন!
হের তাই রহিয়াছে চেয়ে
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে।

শুনেছে সে, মা এসেছে ঘরে,
তাই বিশ্ব আনন্দে ভেসেছে,
মার মায়া পায়নি কখনো,
মা কেমন দেখিতে এসেছে!

তাই বুঝি আঁখি ছলছল,
বাষ্পে ঢাকা নয়নের তারা !
চেয়ে যেন মার মুখ পানে
বালিকা কাতর অভিমানে
বলে,—"মা গো এ কেমন ধারা !
এত বাঁশী, এত হাসিরাশি,
এত তোর রতন-ভূষণ,
তুই যদি আমার জননী,
মোর কেন মলিন বসন !"

ছোট ছোট ছেলে মেয়েগুলি
ভাই বোন করি গলাগলি,
অঙ্গনেতে নাচিতেছে ওই ;
বালিকা দুয়ারে হাত দিয়ে,
তাদের হেরিছে দাঁড়াইয়ে,
ভাবিতেছে নিশ্বাস ফেলিয়ে
"আমি ত ওদের কেহ নই !

স্নেহ ক'রে আমার জননী
　পরায়ে ত দেয়নি বসন,
প্রভাতে কোলেতে ক'রে নিয়ে
　মুছায়ে ত দেয়নি নয়ন !"

আপনার ভাই নেই ব'লে
　ওরে কিরে ডাকিবে না কেহ !
আর কারো জননী আসিয়া
　ওরে কি রে করিবে না স্নেহ !
ওকি শুধু দুয়ার ধরিয়া
উৎসবের পানে রবে চেয়ে,
শূন্যমনা কাঙালিনী মেয়ে !

ওর প্রাণ আঁধার যখন
　করুণ শুনায় বড় বাঁশী,
দুয়ারেতে সজল নয়ন
　এ বড় নিষ্ঠুর হাসিরাশি !
আজি এই উৎসবের দিনে
　কত লোক ফেলে অশ্রুধার,

গেহ নেই, স্নেহ নেই, আহা,
সংসারেতে কেহ নেই তার !
শূন্যহাতে গৃহে যায় কেহ
ছেলেরা ছুটিয়া আসে কাছে,
কি দিবে কিছুই নেই তার
চোখে শুধু অশ্রু-জল আছে !
অনাথ ছেলেরে কোলে নিবি
জননীরা আয় তোরা সব,
মাতৃহারা মা যদি না পায়
তবে আজ কিসের উৎসব !
দ্বারে যদি থাকে দাঁড়াইয়া
ম্লানমুখ বিষাদে বিরস,—
তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস !

ভবিষ্যতের রঙ্গভূমি।

সম্মুখে র'য়েছে পড়ি যুগ-যুগান্তর।
অসীম নীলিমে লুটে
ধরণী ধাইবে ছুটে,
প্রতিদিন আসিবে, যাইবে রবিকর।
প্রতিদিন প্রভাতে জাগিবে নরনারী,
প্রতি সন্ধ্যা শ্রান্ত দেহে
ফিরিয়া আসিবে গেহে,
প্রতিরাত্রে তারকা ফুটিবে সারি সারি।
কত আনন্দের ছবি, কত সুখ আশা,
আসিবে যাইবে, হায়,
সুখ-স্বপনের প্রায়
কত প্রাণে জাগিবে, মিলাবে ভালবাসা।
তখনো ফুটিবে হেসে কুসুম কানন,
তখনো রে কত লোকে
কত স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে
আঁকিবে আকাশ-পটে সুখের স্বপন।

নিবিলে দিনের আলো, সন্ধ্যা হলে, নিতি
বিরহী নদীর ধারে
না-জানি ভাবিবে কা'রে !
না-জানি সে কি কাহিনী—কি সুখ—কি স্মৃতি !

দূর হতে আসিতেছে—শুন কান পেতে—
কত গান, সেই মহা-রঙ্গভূমি হতে !
কত যৌবনের হাসি,
কত উৎসবের বাঁশী,
তরঙ্গের কলধ্বনি প্রমোদের স্রোতে !
কত মিলনের গীত, বিরহের শ্বাস,
তুলেছে মর্ম্মর তান বসন্ত-বাতাস,
সংসারের কোলাহল
ভেদ করি অবিরল
লক্ষ নব কবি ঢালে প্রাণের উচ্ছ্বাস !

ওই দূর খেলাঘরে খেলাই'ছ কা'রা !
উঠেছে মাথার পরে আমাদেরি তারা।

আমাদেরি ফুলগুলি
সেথাও নাচি'ছে দুলি,
আমাদেরি পাখীগুলি গেয়ে হল সারা !
ওই দূর খেলাঘরে করে আনাগোনা,
হাসে কাঁদে কত কে যে নাহি যায় গণা !
আমাদের পানে, হায়,
ভুলেও ত নাহি চায়,
মোদের ওরা ত কেউ ভাই বলিবে না।
ওই সব মধুমুখ অমৃত-সদন,
না জানি রে আর কা'রা করিবে চুম্বন !
সরমময়ীর পাশে
বিজড়িত আধ-ভাষে
আমরা ত শুনাব না প্রাণের বেদন !

আমাদের খেলাঘরে কা'রা খেলাইছ !
সাঙ্গ না হইতে খেলা
চ'লে এনু সন্ধে বেলা,
ধূলির সে ঘর ভেঙ্গে কোথা ফেলাইছ !

হোথা, যেথা বসিতাম মোরা দুই জন,
হাসিয়া কাঁদিয়া হত মধুর মিলন,
মাটীতে কাটিয়া রেখা
কত লিখিতাম লেখা,
কে তোরা মুছিলি সেই সাধের লিখন!
সুধাময়ী মেয়েটি সে হোথায় লুটিত,
চুমো খেলে হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিত!
তাই রে মাধবীলতা
মাথা তুলেছিল হোথা;
ভেবেছিনু চিরদিন রবে মুকুলিত।
কোথায় রে—কে তাহারে করিলি দলিত!
ওই যে শুকান ফুল ছুঁড়ে ফেলে দিলে,
উহার মরম কথা বুঝিতে নারিলে।
ও যে দিন ফুটেছিল,
নব রবি উঠেছিল,
কানন মাতিয়াছিল বসন্ত অনিলে!
ওই যে শুকায় চাঁপা প'ড়ে একাকিনী,
তোমরা ত জানিবে না উহার কাহিনী!

কবে কোন্ সন্ধেবেলা
ওরে তুলেছিল বালা,
ওরি মাঝে বাজে কোন্ পূরবী রাগিণী!
যা'রে দিয়েছিল ওই ফুল উপহার,
কোথায় সে গেছে চ'লে, সেত নেই আর!
একটু কুসুমকণা
তা ও নিতে পারিল না,
ফেলে রেখে যেতে হল মরণের পার!
কত সুখ, কত ব্যথা,
সুখের দুখের কথা
মিশিছে ধূলির সাথে ফুলের মাঝার!

মিছে শোক, মিছে এই বিলাপ কাতর,
সম্মুখে রয়েছে প'ড়ে যুগ যুগান্তর!

মথুরায়।

মিশ্রকাফি—একতালা।

বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই?
বিহরিছে সমীরণ,
কুহরিছে পিকগণ,
মথুরার উপবন
কুসুমে সাজিল ওই।
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই?

বিকচ বকুল ফুল
দেখে যে হতেছে ভুল,
কোথাকার অলিকুল
গুঞ্জরে কোথায়;
এ নহে কি বৃন্দাবন?
কোথা সেই চন্দ্রানন,

ওই কি নূপুর-ধ্বনি
বন-পথে শুনা যায় ?
একা আছি বনে বসি,
পীতধড়া পড়ে খসি,
সোঙরি সে মুখ-শশী
পরাণ মজিল, সই !
বাঁশরী বাজাতে চাহি
বাঁশরী বাজিল কই ?

একবার রাধে রাধে
ডাক্ বাঁশী মনোসাধে,
আজি এ মধুর চাঁদে
মধুর যামিনী ভায়।
কোথা সে বিধুরা বালা,
মলিন মালতী-মালা,
হৃদয়ে বিরহ-জ্বালা
এ নিশি পোহায়, হায় !